আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ:(১৮ অক্টোবর,২০২০) বুলেটিন নং ১৯০	১৮ অক্টোবর হতে ২২ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৪ অক্টোবর হতে ১৭ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৪ অক্টোবর	১৫ অক্টোবর	১৬ অক্টোবর	১৭ অক্টোবর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	৫.০	০.০	০.০	০.০-৫.০ (৫.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৪.৩	৩৩.৮	৩৪.৫	৩৪.০	৩৩.৮-৩৪.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৮	২৬.০	২৭.৫	২৬.৭	২৬.০-২৭.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬১.০-৯১.০	৬৫.০-৯৫.০	৬৩.০-৮৯.০	৬২.০-৯৩.০	৬১-৯৫
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৭.৪	৭.৪	৫.৬	৫.৬	৫.৫৫-৭.৪
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৫	৪	৪	৬	৪-৬
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(১৮ অক্টোবর হতে ২২ অক্টোবর, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-১৯.৭ (২৯.১)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৮-৩২.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.১-২৪.১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৭.০-৯৬.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.০-৬.৫
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন। কৃষকরা গ্রুপ আকারে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন, ভাইরাসের উপসর্গের দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। বাড়িতে থাকুন, খুব জরুরী না হলে মাঠ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ ,পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। লঘুচাপের বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে। মধ্য বঙ্গোপসাগরে পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে একটি লঘুচাপ সুষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তীত থাকতে পারে। পরবর্তী ০৫ দিনের আবহাওয়ার অবস্থা বৃষ্টি/ ব্রজসহ বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আমন ধান:

কাইচ থোড় থেকে পাকা পর্যায়ঃ

- সেচ দিন এবং জমির প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বাদামী ঘাস ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিলে আইসোপ্রোকার্ব বা ইমিডাক্লোরোপিড অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পামরী পোকার আক্রমন দেখা দিলে, অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- এই সময়ে গান্ধী পোকা এবং বাদামী ঘাস ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিলে, অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

সবজি:

- **শসা:** চারা রোপনের ২০-২৫ দিন পর ইউরিয়া সার ১৮কেজি/বিঘা প্রয়োগ করুন। অল্টারানিয়া লিফ ব্লাইট রোগ দেখা দিলে রৌদ্রজ্জল দিনে ট্রাইসাইক্লোজল ৭৫ডব্লিউপি @ ০.৬ মিলি /লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- **বেগুন:** বেগুনে ব্যাকটেরিয় জনিত ঢলেপোড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ অথবা গাছের অংশ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। প্রয়োজনে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- **টমেটো:** বিদ্যমান আবহাওয়াতে লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণের শুরুতেই অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন গাছ থেকে গাছের নিদির্ষ্ট দূরত্ব বজায় রাখুন। টমেটোতে

ঢলে পোড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন এবং আক্রান্ত জায়গায় কিছু পরিমান ব্লিচিং প্রয়োগ করুন। চারা লাগানোর পূর্বে শিকর অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক দিয়ে শোধন করে নিন।

- **করলা/পটলঃ** বিদ্যমান আবহাওয়ায় বাড়ন্ত পর্যায়ে ডাউনি মিলডিউর আক্রমন দেখা দিলে, অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- **বাঁধাকপি/ ফুলকপি**: এসময় ডাউনি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণে ১) ৩গ্রাম থিরাম/কেজি বীজ-বীজশোধনের জন্য ২) ২.৫ গ্রাম ম্যালাথিয়ন+ম্যানকোজেব /লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- **রবি সবজি**: বীজতলা এবং মূল জমিতে পানি নিষ্কাশণের সুব্যবস্থা রাখুন। ছত্রাক জনিত রোগ দমনে অনুমোদিত সিস্টেমিক ফানজিসাইড ব্যবহার করুন।
- আগাম শীতকালীন সবজির জমি গুলো আগাছামুক্ত রাখুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্তঃপরিচর্যা করুন।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় বেদানায় ফল পচাঁ, পোড়া রোগ এবং ট্রিপস পোকার আক্রমন দেখা দিলে, অনুমেদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- পেয়ারা বাগানে মাছি আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য মাছি পোকার ফাদঁ ব্যবহার করুন।
- কলা গাছের চারা রোপন সম্পূর্ণ করুন।
- এই বর্ষার মৌসুমে কলা গাছে সিগাটোগা রোগের আক্রমন হতে পারে, আক্রান্ত পাতা দ্রত পুড়িয়ে ফেলুন এবং অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গোয়াল ঘরের চারপাশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- গবাদি পশুকে প্রখর রোদ থেকে রক্ষা করুন।
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- খড়ের দাম বেশি থাকলে পাতা বা দানাদার খাদ্য বাড়িয়ে দিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগীর খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।

মৎস্য:

- পুকুরে পর্যাপ্ত পানি ব্যবস্থা রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।